৮ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৫ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বৃহস্পতিবার, ২ এপ্রিল ২০১৫, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

৮ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দেশের সকল অটিস্টিক শিশু ও ব্যক্তি, তাঁদের পরিবার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবাদানকারী সরকারি-বেসরকারি সংগঠনকে।

অটিজম বা প্রতিবন্ধিতা কোন রোগ নয়। এটি সৃষ্টির এক ধরণের বৈচিত্র্য। যে শিশুটি অটিজমে আক্রান্ত তাতে কিন্তু কারুরই হাত নেই। অথচ অটিজম সম্পর্কে আমাদের সমাজে কিছুটা নেতিবাচক ধারণা আছে। এই নেতিবাচক ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

অটিজম আক্রান্ত কোমলমতি শিশুদের বিশেষ চাহিদাগুলোকে মাথায় রেখে তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হলে তারাও দেশের অমূল্য সম্পদ হিসেবে পরিণত হতে পারে।

পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি অটিজমসহ নানা প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই প্রতিবন্ধিতা তাঁদের মেধা বিকাশে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন, ডারউইন, নিউটনসহ অনেকে অটিজমে আক্রান্ত ছিলেন। বিঠোফেন, মোজার্ট, রিচার্ড স্ট্রস, সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী উইলিয়াম বাটলার ইটস, ড্যানিস কবি হ্যানস এন্ডারসেন প্রতিবন্ধী ছিলেন। বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস আজীবন প্রতিবন্ধী। অটিজমকে জয় করেই তাঁরা নিজেদের স্মরণীয় মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আমাদেরও প্রতিবন্ধিতাকে জয় করে এগিয়ে যেতে হবে। এসব বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি আলাদা যত্ন নিতে হবে।

আমাদের সংবিধানেও যে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান ব্যক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের ২৮(৩) অনুচ্ছেদে বলা আছে, ‘‘কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।’’

কাজেই আমরা কোন ব্যক্তিকেই প্রতিবন্ধিতা বা অটিজমের কারণে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না।

সুধিবৃন্দ,

আপনারা জানেন, অটিজম সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষ খুব একটা সচেতন ছিলনা। আমার কন্যা সায়মা হোসেন পুতুল মানুষের মধ্যে অটিজম সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। বলতে দ্বিধা নেই, তার কাছ থেকেই আমি অটিজম

সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। সে নিজে অটিজম নিয়ে কাজ করছে। ইতোমধ্যে তাঁর কার্যক্রম বিশ্বদরবারে প্রশংসিত হয়েছে। অটিজম বিষয়ে বাংলাদেশের প্রস্তাব জাতিসংঘে গৃহীত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে অটিজম বিষয়ে তার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে Excellence in Public Health Award প্রদান করা হয়। তার এই অর্জনে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আমরা ''**প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩'' এবং ''নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩''** নামে দুটি আইন পাশ করেছি।

শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নয়নের পথে এগুতে পারবে না। আমাদের সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনসংখ্যা বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতায় ভুগছেন। এদেরকে বাদ দিয়ে সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। এসব শিশুদের সমাজের মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এজন্য আমরা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা গ্রহণ করেছি।

এই নীতিমালার আওতায় ৫০টি বিদ্যালয়ে প্রায় দশ হাজার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে। এজন্য আমরা ৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছি। ভবিষ্যতে এই কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারণ করা হবে।

ইতোমধ্যে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমরা প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেছি।

প্রতিবন্ধী শিশুদের এবং শিক্ষার্থীদের নিবিড় শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগামীতে এই উপবৃত্তির পরিমাণ এবং উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

অটিস্টিকসহ সকল প্রতিবন্ধী শিশুকে মুলধারায় আনতে আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বিশেষ একাডেমি স্থাপনের কাজ শুরু করেছি। এই একাডেমির মাধ্যমে সমন্বিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশেষ বা একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

অটিস্টিক শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদেরকে বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্যে ঢাকার মিরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার চালু করা হয়েছে। সেখানে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক অটিস্টিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে আমরা অটিজম আক্রান্ত শিশুদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব নিউরো ডিজওর্ডার এন্ড অটিজম প্রতিষ্ঠা করেছি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্যে দেশের ৬৪টি জেলায় ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র (ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার) স্থাপন করা হয়েছে।

এসকল কেন্দ্রে ইতোমধ্যে একটি করে অটিজম কর্ণারও চালু করা হয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার অটিস্টিক ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য আর রাজধানীতে আসতে হবে না। স্থানীয় পর্যায়েই তারা চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন থেকে আরও কয়েকটি নতুন সেবা প্রদানের ব্যবস্থা অচিরেই চালু হতে যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে : মোবাইল থেরাপি সার্ভিস, ই-থেরাপি, ই-কাউন্সেলিং কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস ইত্যাদি।

চলতি বছর ঢাকা শহরের তিনটি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অটিস্টিক শিশুদের শিশু বিকাশসহ বিভিন্ন ধরণের থেরাপিসহ অবৈতনিক বিশেষ স্কুল চালু করা হয়েছে।

পাশাপাশি অপর ৬টি বিভাগীয় শহরেও প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এছাড়া একটি করে স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়েছে।

আমাদের সরকার সারাদেশে একটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে যেসব শিশু, নারী ও প্রবীণ ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতায় ভুগছেন তাঁদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে সুরক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

আমরা আশা করছি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং আমাদের নেওয়া নানামুখি কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে অটিস্টিক শিশুদের জাতীয় জীবনের মূলধারায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

প্রিয় সুধী,

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি হলেও অটিজমের সঠিক কারণ আজও জানা সম্ভব হয়নি। ফলে এর প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা ব্যবস্থা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। অটিজমের সাথে সম্পর্কযুক্ত সমস্যা যেমন ইপিলেপ্সী, ঘুমের ব্যাঘাত ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়।

এসব রোগী যাতে হাসপাতালে গেলে সহজে চিকিৎসা সেবা পেতে পারেন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিচ্ছি।

দেশের সমস্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাঁদের নিজ নিজ যোগ্যতা এবং দক্ষতা অনুযায়ী কাজের সুযোগ করে দিতে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১০% কোটা এবং ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগে ১% কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। আমাদের সরকারই সর্বপ্রথম প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ১ম শ্রেণীর চাকুরিতে নিয়োগদান করেছে।

সুধিমন্ডলী,

তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একজন প্রতিবন্ধী মানুষের সমস্যাগুলো অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন প্রভৃতি ব্যবহার করে সুস্থ মানুষের মত কর্মদক্ষতা দেখাতে সক্ষম হচ্ছেন।

এজন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার ডেভেলপ করতে আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমি সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে তাদের ওয়েবাইটগুলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী করে তৈরি করার জন্যও অনুরোধ জানাচ্ছি। যাতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা এসব ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য বয়ে আনছেন। প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদরা প্যারা অলিম্পিক ও স্পেশাল অলিম্পিকস-এ বেশ কয়েকবার পদক অর্জন করে বাংলাদেশের জন্য দুর্লভ সম্মান বয়ে এনেছে।

প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া প্রসারের লক্ষ্য ইতোমধ্যে একটি আন্তর্জাতিকমানের ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের কার্যক্রম আমরা হাতে নিয়েছি।

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আমাদের সমাজেরই অংশ। আমাদের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাঁদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য আমি সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমরা একটি সমতাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শোষণমুক্ত সুখী সম্মৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য কাজ করছি। আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। ইনশাআল্লাহ, সকলের সহযোগিতায় বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

বিশ্বের সকল অটিস্টিক ব্যক্তির জীবন আনন্দে ভরে উঠুক -এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।